Hariprabha Takedar Bangamahilar Japanjatra:Unish SAtaker Naribhabnar Aloke

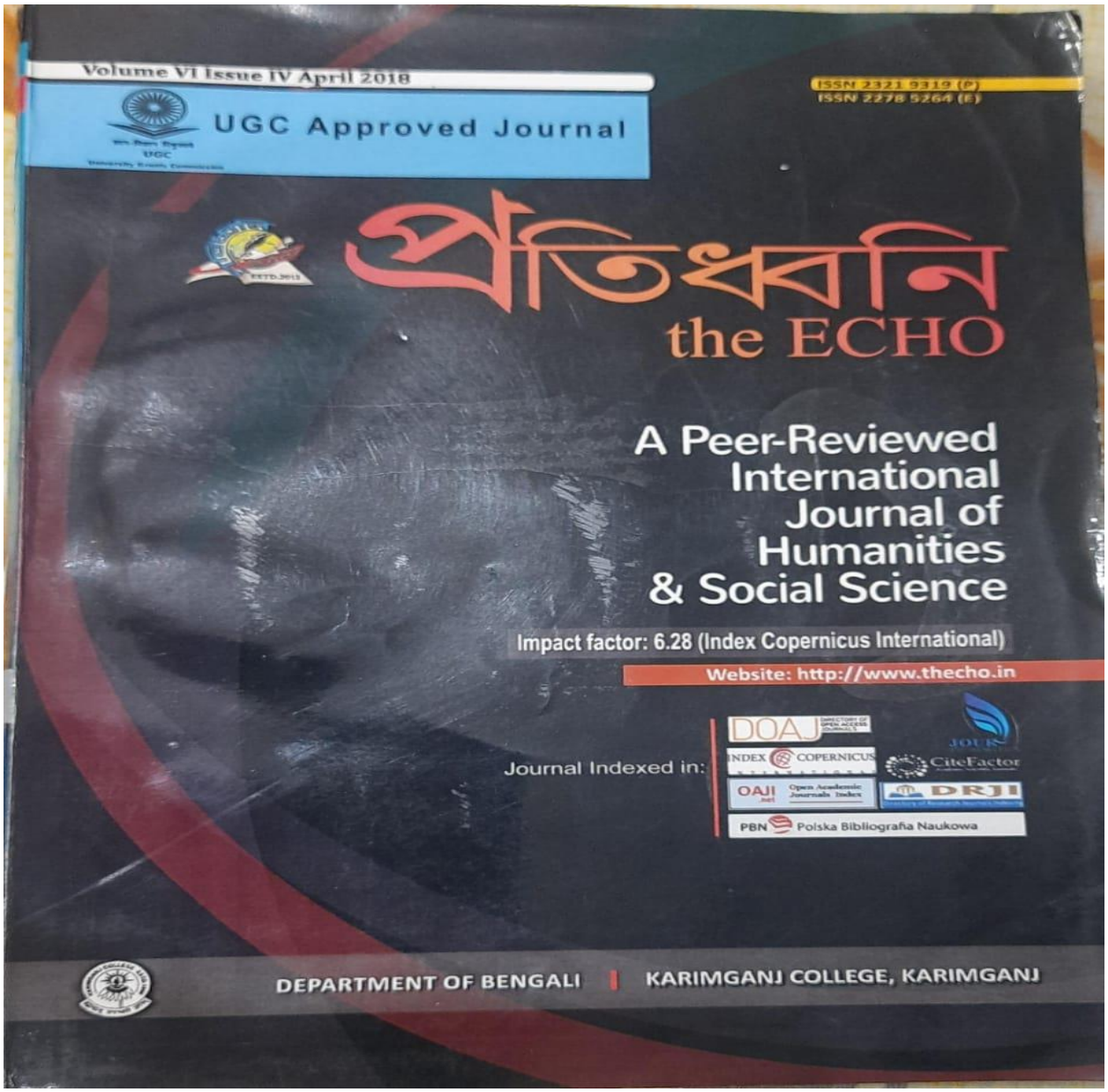

Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 189-193
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হরিপ্রভা তাকেদার বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা: উনিশ শতকের নারীভাবনার আলোকে

বরুণ মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The book named "Banga Mahilar Japan yatra``is about the three times travelling experience on Japan by the progressive ideologist Mrs.Hariprava Takeda. The book focuses on the socio-cultural activities, religious –culture, feminism and also the Second World War in detail. The book puts light on the modesty is fimidity of the Japanese and is also on special custom of accepting surname of father-in –laws by the grooms who are compelled to stay at in laws` house .Apart from this ,the book also mentions the event of Budhist chief `s worshiping the lord Budha`s idol in his in laws` house. The woman education in japan is also mentioned in the book and it especially stresses on the self-efficient woman and their interest in education.The most important part of this book is the direct experience of the author about the second World war.It revealt the staying of Netaji Subhas Chandra Bose and Nippon Semon Hokei Kaisha at this underground chamber of a seven storied Life Insurance company the time of atom bomb blust in Tokio. The book also mentions the author`s direct conversation with Mr. Rahaman, last companion of Netaji Subhas Chandra Bose and the sad episode of the plan-crashed and the news of the demise of Netaji is also mentioned in the book.

উনিশ শতকের প্রগতিশীল বাঙালি নারী হিসেবে হরিপ্রভা তাকেদা একটি স্মরণীয় নাম। পিতৃদত্ত নাম হরিপ্রভা মল্লিক। তিনি ওয়েমন তাকেদা নামে একজন জাপানি যুবককে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পাঁচ বছর পর ১৯১২ সালে তিনি প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি জাপানে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯২৮ এবং ১৯৪১ সালেও জাপানে যান। তার তিনবার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক রচনা 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা'বইটি। হরিপ্রভা তাকেদার "বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা" বইটিতে জাপানের সামাজিক রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে জাপানিদের সৌজন্যবোধের কথা। কোবে শহরের হোটেলে থাকাকালীন সেখানকার দাসীদের দায়িত্বজ্ঞান এবং সৌজন্যবোধ প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন- "হোটেলের দাসীগণ, যখন যাহা প্রয়োজন হয়, অত্যন্ত যত্নের সহিত ও বিনীতভাবে সম্পন্ন করে। ইহাদের আদর যত্ন বড়ই প্রীতিকর। প্রবেশমাত্র মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসাদি করে। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নম্র ও সুমিষ্ট ভাবে কথা বলে। সম্মুখ হইতে যাওয়ার সময় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রমাণ করো"।[১] একথা তিনি যেমন বলেছেন তেমনি পারিবারিক ক্ষেত্রেও এই রীতি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলা হয় অলে লেখিকা জানিয়েছেন-"জাপানে পরস্পর সম্মান প্রদর্শন করিয়া কথা বলার আদব কায়দা দেখিলে ইহাদের বিনম্র ভাব বোঝা যায়। যেমন প্রাতে উঠিয়া পিতামাতার নিকট, অপরে অপরের নিকট মাথা নিচু করিয়া প্রাতঃপ্রমাণ করিবে, এরূপ শয়নকালে ও অন্যান্য সময় করিয়া থাকে। তবে কথাগুলি বিভিন্ন। পাড়া প্রতিবেশীর সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার জানান হয়".[২] লেখিকার এই দুটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে এই সৌজন্যবোধ জাপানিদের জাতীয় চরিত্রের মজ্জাগত। এই সৌজন্যবোধের কথা সরোজনলিনীর কলমে উঠে এলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে এই